শেখ হাসিনার মুক্তির দাবীতে টরন্টোয় গণসমাবেশ

গনসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ডক্টর মোজাম্মেল হক খান

টরন্টো, কানাডা ৬ আগষ্ট ।- গতকাল বিকেলে এখানকার বাঙালী অধ্যুষিত ডেনফোর্থ এলাকার রয়্যাল কানাডিয়ান লিজিয়ন হলে শেখ হাসিনা ও অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে এবং দেশে বিদ্যমান জরুরী অবস্থা বাতিল, অবিলম্বে সাধারন নির্বাচন আয়োজনসহ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সিসিএইচআরডিবি অর্থাৎ কানাডিয়ান কমিটি ফর হিউম্যানরাইটস এন্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ এক গণসমাবেশের আয়োজন করে। প্রায় দুই শতাধিক মানবাধিকার কর্মী ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগ ও অপরাপর অঙ্গসংগঠন সমুহের নেতা-কর্মীরা স্বতস্ফূর্তভাবে তাতে যোগ দেন।

সিসিএইচআরডিবি-র আহবায়ক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলামিষ্ট ডক্টর মোজাম্মেল হক খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ গণসমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির অন্যতম পরিচালক ও সংস্কৃতিসেবী আজিজুল মালিক এবং তা পরিচালনা করেন অপর পরিচালক মনিরুজ্জামান মনি। এতে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ ষ্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সেলিম জাফর, কানাডা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আজিজুর রহমান প্রিন্স, প্রাক্তন ঢাকসু নেতা নাসির-উদ-দোজা, বিশিষ্ট লেখিকা ফরিদা রহমান, সংস্কৃতিসেবী তাসরিনা শিখা, ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মাহফুজুল বারী, অন্টারিও ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা শিব শঙ্কর পোদ্দার, অন্টারিও আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আবদুল কাদের মিলু, সাংবাদিক মোহাম্মদ আলী বোখারী ও সুব্রত নন্দী, কৃষিবিদ প্রণবেশ পোদ্দার প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে যে অমানবিক পন্থায় ও মিথ্যে অজুহাতে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা সুস্পষ্টভাবেই মানবাধিকার লংঘনের শামিল; অথচ দেশটি জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ। ঐ গ্রেফতার তৎপরতায় নিয়োজিত সেনা ও পুলিশ সদস্যরা নেত্রীর সাথে যে বর্বোরচিত আচরন করেছে তাতে তাদের আর যাই হোক দেশপ্রেমিক বলা যায় না। এমনকি প্রচ্ছন্ন ইশারায় আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এখন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার সকল পথও রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

তারা বলেন, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের সাংবিধানিক কর্ম পরিধির বাইরে এতোটাই নিজেদের ব্যাপৃত করেছেন যে ছয় মাস যেতে না যেতেই ক্ষমতার ভেতরে ও বাইরে তাদের সংশয় এখন প্রকট হয়ে ওঠেছে। সে কথা আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন স্বয়ং প্রেস ব্রিফিংকালে সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছেন। কেননা তারা জনগনের কাংখিত নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে যতটা না উৎসাহি, তার চেয়েও বেশী মনোযোগী কি করে ক্ষমতা আকড়ে থাকা যায় ও কি করে রাজনীতির মাঠ প্রতিযোগী শূণ্য করা যায়। আর তা করা হচ্ছে ছদ্মবেশী সামরিক সরকারের পথকে নিস্কন্টক করে তোলায়।

বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, দ্রুত নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের পরিবর্তে কোন প্রহসনকেই জনগণ বেশী দিন মেনে নেবে না; তার দৃষ্টান্ত লৌহ মানব আইয়ুব খান থেকে শুরু করে স্বৈর শাসক এরশাদ পর্যন্ত জনগণ অতীতে দেখিয়েছে। এখন দেশে বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে রাজনীতিকদের পরিবর্তে সেনা বাহিনী যে সীমিত ভূমিকা পালন করছে, তাতে প্রকারান্তরে মানুষের দুর্ভোগকেই পরিব্যাপ্ত করা হচ্ছে - সেটা যেমন দীর্ঘস্থায়ী হবে না, তেমনি শেখ হাসিনাকেও দীর্ঘ সময় আটকে রাখা যাবে না।

পরিশেষে সিসিএইচআরডিবি আয়োজিত ঐ গণসমাবেশে আবিলম্বে শেখ হাসিনা ও অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদান এবং দেশে বিদ্যমান জরুরী অবস্থা বাতিল, অবিলম্বে সাধারন নির্বাচন আয়োজনসহ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধারের দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাবনাও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ডক্টর ফখরুদ্দিন আহমেদ বরাবরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।